

কিছু ভুল ধারণা প্রসঙ্গে ২

অর্গব

আরো কিছু কথা বাকি রয়ে গেল। তাই আবার কলম ধরলাম। তানবীরাদির পুরোনো লেখাটায় আরেকবার চোখ বুলোচ্ছিলাম, কিছু বাকি থেকে গেছে কিনা দেখতে।

তাঁর একটা কথায় দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'ল। ‘... কবিগুরু বেঁচে থাকলে সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন তিনি কোন দেশে সেটেল হবেন কারণ বজরায় চড়ে কবিতা লেখাতো আর কোলকাতায় বসে সম্ভব হতো না।’

শিলাইদহের মোহে তানবীরাদি ভুলতে বসেছেন, রবীন্দ্রনাথের কেশের কৃষ্ণবর্ণের সাথেই শিলাইদহের দিনগুলি চির দূরীভূত হয়েছিল। পদ্মাকে উপড়ে ফেলেছিল গ্রাম ছাড়া ওই রাঙামাটির পথ - রাঢ় বাংলা। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু শিলাইদহে ফিরে যাননি বিদ্যালয় বানাতে। সেই বিদ্যালয়, পরে বিশ্ববিদ্যালয় - যা তাঁর ধ্যানজ্ঞান হয়ে ওঠে শেষ জীবনে। কলকাতায়ও মরতে চাননি। চেয়েছিলেন ছায়াঘেরা শান্তিনিকেতনে হবে তাঁর সমাধি। শিলাইদহেও নয়। আর তাছাড়া দেশভাগের সময় বাংলাদেশ যদি স্বাধীন হ'ত তবে তিনি হয়ত সেখানে ‘সেটেল’ করার কথা চিন্তা করতেন - আজীবন ভারতের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে এসে তিনি নিশ্চয় শিলাইদহে বসে কাব্য করার মোহে পাকিস্তানের নাগরিক হতেন না।

তানবীরাদির ছেলেমানুষি কথার জবাবে এ আমার ছেলেমানুষি উত্তর। এটা সিরিয়াস কথা হিসাবে নেবার প্রয়োজন নেই।

হাঁ, আসল কথাটা হ'ল তানবীরাদি বলছেন, আপনি লিখেছেন, আপনারা রবীন্দ্রনাথকে ভালোবাসি বলে তাতে আমাদের গর্বিত হবার কারণ নেই। বেশ গর্ব করব না। তবে কয়েকটা প্রশ্ন মনে আসছে, সদুত্তর পেলে হয়ত আমরা সবাই একসাথে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গর্ব করতে পারি।

ইংল্যান্ডে শেক্সপীয়রের জন্মস্থানে রবীন্দ্রনাথের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠা করেন পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। আর এই সব কর্মকান্ডের পিছনে ছিলেন আরেকজন - তিনি তৎকালীন তথ্যসম্প্রচার মন্ত্রী বর্তমানে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী বিশিষ্ট নাট্যকার ও অনুবাদক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। এটাতো পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ সরকার যৌথ উদ্যোগে করতে পারত। তবু বাংলাদেশ সরকার এগিয়ে এল না কেন?

কিছুদিন আগে গল্পগুচ্ছ-এর হিরু অনুবাদ প্রকাশিত হয় জেরুজালেমে। ভারতের রাষ্ট্রদূত, যিনি নিজে অবাঙালি, তিনি উপস্থিত ছিলেন সেই প্রকাশ অনুষ্ঠানে। বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত কেন গেলেন না? তাহলে তো সেই অনুষ্ঠানেও একজন বাঙালি প্রতিনিধি থাকত?

রবীন্দ্র চর্চা করতে হলেই মার্টিন কেম্পশেন, ক্লিন্টন বি. সিলি, ফ্র্যাঙ্ক কোরম, কাজুও আজুমাদের কলকাতায় ছুটে আসতে হয় কেন?

কেন কাজুও আজুমার সম্পাদনায় জাপানি রবীন্দ্র রচনাবলী একমাত্র পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সম্ভব হয়?

আপনারা হুমায়ুন আহমেদকে নিয়ে জাপানি তথ্যচিত্র বানিয়ে ছাড়তে পারেন। অথচ রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে যাবতীয় কাজ আমাদের হয়।

সমগ্র বিশ্বে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় ভারতীয় কবি। না এই পরিচয় আমরা নিজেরা নিজেদের দিইনি। সারা বিশ্বের লোক দিয়েছেন। নজরুলও লিখেছেন, ‘বিশ্বের কবি ভারতের রবি/ শ্যাম বাংলার হৃদয়ের ছবি’।

রবীন্দ্রনাথকে আপনাদের সেন্সর করে গ্রহণ করতে হয়। কোনো গানে ‘ভারত’ থাকলে সে গানকে বর্জিত হতে হয়। না আমি বলছি না তা করা অপরাধ। সেটাই সঠিক। কারণ ভৌগোলিক দিক থেকে ভারত ও বাংলাদেশ পৃথক রাষ্ট্র। অনুরূপ কারণে আমাদের রবীন্দ্রনাথকে সেন্সর করার দরকার পড়ে না। এজন্যই আমরা রবীন্দ্রনাথকে আমাদের ভেবে ফেলি। একজন দুষ্ট ছেলে ধুলো মেখে এলে পড়শিরা বলে, যা ধুলো গায়ে আমার ঘরে ঢুকিস না। চান করে তারপর আয়। তার নিজের মা কি একথা বলে? তিনি সহস্বে ধুলো মুছিয়ে দেন। যতক্ষণ রবীন্দ্রনাথের গায়ে ভারত ভারত গন্ধ ততক্ষণ তিনি বাংলাদেশে প্রবেশের অনুমতি পান না। যখন তিনি সেই গন্ধ মুছে তাঁর প্রেম পূজা প্রকৃতির পোষাকে সেজে আসেন - তখনই তিনি আপনাদের সভায় আসেন। তাই আপনাদের ভালোবাসা আর আমাদের ভালোবাসার প্রকৃতিই যে আলাদা। কারণ সন্তানের উপর মাই বেশি দাবি করে ফেলেন। আমাদের অপরাধ মার্জনা করবেন।

আপনি এক জায়গায় আমাকে শরৎচন্দ্রের উত্তরসূরি বলেছেন। খুব খারাপ লাগল, একজন সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন লেখকের উত্তরসূরি হিসাবে চিহ্নিত হ’তে। আমি নিজে সাম্প্রদায়িক একদমই নই। তার ওপর শরৎবাবু আমার ব্যক্তিগত পছন্দের তালিকাতেও নেই। তাই দয়া করে আমায় তাঁর উত্তরসূরি বলবেন না।

এবারে আরেকটি স্পর্শকাতর বিষয়ে আসি, আপনি লিখেছেন আপনার পৈত্রিক নামটি আমি গুলিয়ে ফেলেছি। আমি ‘তানবীর’ই লিখেছিলাম। হয়ত বিপ্লববাবু কোনো ভুল করে থাকবেন। সে কথা যাক। সবিনয়ে প্রশ্ন করি, বাংলাদেশি লেখকদের ‘পৈত্রিক নাম’ কোনটি দিদি?

ধরুন তসলিমা নাসরিন।

আপনি লিখলেন তাসলিমা নাসরীন।
আমরা ঢাকাবাসীর প্ল্যাকারে লেখা হ’ল তছলিমা নাসরিন।
উনি নিজে আমায় অটোগ্রাফ দিলেন তসলিমা নাসরিন।

একই ব্যাপার আক্তারুজ্জামান ইলিয়াসের বেলায়।

আপনি লিখলেন আক্তারুজ্জামান ইলিয়াস।
আমার কাছে ঔর একটি বই আছে। তাতে লেখা আখতারুজ্জামান ইলিয়াস।

আপনি লিখলেন শামসুর রাহমান।
ঔর বই ছোটবেলা থেকেই পড়ছি। তাতে লেখা শামসুর রহমান।

আমরা উল্লাসিক বিদেশি - দেখুন ব্যাপারটা এই নয় যে আমি লিখি সুনীল আর বিপ্লব লেখেন সুনীল আর আনন্দবাজার লেখে শুনীল - তাই আপনাদের প্রমিত বাংলায় যে একাধিক মানের প্রচলন রয়েছে তা আমাদের একটু বিভ্রান্ত করেই দেয়। বা বলা ভাল, আমায় করে দেয়।

সবশেষে জানাই, আপনি আমায় শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বলে আমি কৃতজ্ঞ হয়েছি। মুক্ত-মনাদের ধন্যবাদ

আমার বিপ্লববাবুর দুর্দশা হয়নি। আমায় অন্তত কেউ ‘কুত্তা’ বলেননি। ‘গালিগালাজ’ হয়ত করেছেন, কিন্তু আমাদের প্রমিত বাংলা অনুসারে অশালীন শব্দ না থাকলে সেটা সমালোচনা হয়। তাই আপনাদের গালিগালাজ আমরা সমালোচনা অর্থেই গ্রহণ করেছি। পেশির বাহ্যিক থাকলে মানুষ না বুঝেই ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে ফেলে। তাই অনেক ঔদ্ধত্যও প্রকাশ হয়ে গেছে। অপরাধ মার্জনা করবেন।

অর্ণব

পুনশ্চ : কথা হয়ত ফুরাবে না। তাই আবার হয়ত একই বিষয় নিয়ে কলম ধরতে হ’তে পারে। প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, চেষ্টা করব, ধমকি ধামকি, ঔদ্ধত্য, গালিগালাজ না করা যায়।